THE IMPRESSION, A Journal on Multidisciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
Annual Issue (2019) (ISSN: 2278-2699)

‘অর্ধেক মানবী’ – র পূর্ণতার খোঁজে : এক মগ্ন পাঠকের অন্য রবীন্দ্রপাঠ

ড: পিয়ালি দে মৈত্র*

সারসংক্ষেপ: সাহিত্যরসিক মানুষের কাছে শিক্ষাবিদ,প্রাবন্ধিক,কবি ও সাহিত্যসমালোচক সুতপা ভট্টাচার্যের নাম সুবিদিত। তাঁর কাছে যে রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠ এক ভিন্নমাত্রা পেয়ে যায়, সেকথা তাঁর বন্ধু, আত্মজন এবং ছাত্রছাত্রীরা সকলেই জানেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই মগ্ন পাঠক যখন কলম তুলে নেন সাহিত্যসমালোচক হিসেবে, তখন চিরচেনা গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ এক ভিন্ন উদ্ভাসে দীপ্ত হয়ে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। বলাই বাহুল্য, সুতপা ভট্টাচার্যের এই পাঠ বিশ্লেষণ নারীবাদী দৃষ্টিকোণে ঋদ্ধ। তিনি অবিরত নারীর পূর্ণতার খোঁজ করে চলেন তাঁর একের পর এক গ্রন্থে। সেইসব অন্বেষণের খোঁজটুকুর মধ্যেই আমরা চিনে নিতে পারি গবেষকের নিষ্ঠাকে।

সূচক শব্দঃ ‘ সে নহি নহি,’ ‘মেয়েলি পাঠ’, ‘মেয়েলি সংলাপ’,‘মেয়েলি আলাপ’, ‘যোগাযোগের পরের কথা’, ‘অপন্ডিতের পাঠ’, সুতপা ভট্টাচার্যের কলম, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ।

মূল প্রবন্ধ:

সুতপা ভট্টাচার্য বাংলাসাহিত্যের বিদ্যায়তনিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলের কাছেই এক পরিচিত নাম। বিশ্বভারতীর বাংলাবিভাগের প্রাক্তন এই অধ্যাপক একইসঙ্গে শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, কবি ও সাহিত্যসমালোচক। তাঁর ছাত্রছাত্রী এবং আত্মজনেরা জানেন যে, রবীন্দ্র- সাহিত্যের এই মগ্ন পাঠকের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠ এক ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়। তিনি নিজেই বলেছেন – "একদিন রবীন্দ্রনাথ থেকেই শুরু করেছিলাম ভাবতে।পুরুষের মতো মেয়েদেরও যে আত্মস্বরূপ-সন্ধানের গরজ আছে, সেকথা তো রবীন্দ্রনাথ থেকেই জেনেছি।আজকের দিনের নারীবাদী ভাবনার কোনো কোনো মৌলিক প্রশ্ন তাঁর সাহিত্যে উচ্চারিত হয়েছে দেখেছি। আবার অন্যদিকে তাঁর কবিতাতে এমন পঙক্তিও পাই : 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'; অথচ অর্ধেক তো নয়, সম্পূর্ণ মানবীই তো হতে চাই আমরা, তার তাগিদেই বুঝে নিতে চাই সেই 'অর্ধেক কল্পনার' মানচিত্র।"[১] তাঁর এই তাগিদ থেকেই তিনি তাঁর বিশ্লেষণী দক্ষতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকটা পথ এগিয়ে আসতে পারেন। শুধু তাই নয়, প্রশ্ন তোলেন অনায়াসেই " মৌলিক ক্ষমতা-কাঠামো সম্বন্ধেই।"[২] হয়তো সেকারনেই বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে ঘিরে তাঁর লেখাগুলির নাম হয় এইরকম—

ক) লিঙ্গ রাজনীতি এবং রবীন্দ্রনাথ
খ) 'রক্তকরবী'-র দুই নারী
গ) বিবাহ প্রতিষ্ঠান: রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ
ঘ) রবীন্দ্রনাথের নাটকে মেয়েরা
ঙ) রবীন্দ্রনাথ আর ভিকতোরিয়া ওকাম্পো
চ) মাতৃত্বের মোড়ক – রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ
ছ) 'যোগাযোগ'- এর পরের কথা
জ) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প – একটি সংক্ষিপ্ত মানচিত্র
ঝ) নারীভাবনা – রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র ইত্যাদি।

'সে নহি নহি' সুতপা ভট্টাচার্যের সুপরিচিত গ্রন্থ। এই বইটির প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল ' বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ' থেকে ১৯৯০ সালে। আমার তখন ছাত্রীজীবন। সে সময় একটু একটু করে রবীন্দ্রনাথ অধিকার করছেন মনোভূমি। সর্বক্ষণ তাঁর গানে, কবিতায় মগ্ন হয়ে আছি। নেহাতই অপরিণত বোধ-বুদ্ধিতে, তর্ক-বিতর্কে বন্ধুদের আড্ডা সরগরম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প নিয়ে। 'সে নহি নহি' (প্রথম সংস্করণ) হাতে এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি অতিক্রম করার পর। বইটি পড়তে পড়তে চমকে উঠেছিলাম এমনভাবেও ভাবা যায়!! এ যেন এক নতুন রবীন্দ্রপাঠ। মনে আছে, দ্রুত বইটি পড়ে শেষ করেছিলাম এবং বেশ কয়েকজনকে পড়তেও দিয়েছিলাম – যাতে আমার অনুভবটুকু ভাগ করে নেওয়া যায়। সেই নষ্টালজিক অনুভূতিই আবার ফিরে এসেছিল দ্বিতীয় সংস্করণটি হাতে পেয়ে। এটির প্রকাশকাল ২০০৪, প্রকাশক সুবর্ণরেখা। প্রায় চোদ্দ বছরের ব্যবধান বইদুটির প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে বিষয়বিন্যাস পর্যন্ত সর্বত্রই ছাপ ফেলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, প্রথম সংস্করণে 'নারীমুক্তি, কৃষ্ণভাবিনী ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রচনাটির কাব্যবিষয় দ্বিতীয় সংস্করণে ' লিঙ্গ-রাজনীতি এবং রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সমালোচক লিখলেন – " স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক যে রাজনীতির সম্পর্ক – এটুকু বুঝেছিলেন তিনিও।"[৩] নারীশিক্ষা নিয়ে কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক প্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণটি এইরকম – " কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা চান নারীর জন্যই। আর রবীন্দ্রনাথ যখন স্ত্রী- স্বাধীনতার কথা বলেন, তখন বলেন

পুরুষের ' সুখ ও উন্নতির' দিকে তাকিয়ে।"[৪] নারীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে স্পষ্টই বলা হয়েছে – " রবীন্দ্রনাথের মুক্তিচিন্তা মেটাফিজিক্স এর মাত্রা পেয়ে যায় বলে বাস্তব প্রশ্নের মীমাংসা করা তাঁর কাছে জরুরী হয়ে ওঠে না। নোরাকে যেমন পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনা করে নিতে হয়, মৃণালের সেদিক দিয়ে কোন চিন্তাভাবনা নেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত নারীর মুক্তি যে অসম্ভব, এঙ্গেলস্ যেভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সে সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিরুত্তর।"[৫]

সেই উত্তরের অন্বেষণেই হয়তো আরও আটবছর পরে সুতপা ভট্টাচার্য লিখে ফেলেন এমন একটি লেখা, যার নাম "যোগাযোগ- এর পরের কথা"[৬]। 'মেয়েলি আলাপ' (প্রকাশকাল – ২০১২) নামক গ্রন্থটিতে আছে এই রচনাটি। ঋতদীপা নামে একটি কাল্পনিক চরিত্রের কাল্পনিক ডায়ারির মাধ্যমে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনীকে সংসার পরিত্যাগের পরিকল্পনাকে বাতিল করে সংসারে ফিরতে হয়েছিল সন্তান- সম্ভাবনার কারণে। এই রচনায় সেই কুমুদিনীর এক কাল্পনিক ভবিষ্যতের ছবি আকাঁ হয় যেখানে এঙ্গেলস্- চিহ্নিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরেও আজকের কুমুদিনীদের একাকীত্ব, ভালোবাসার প্রবঞ্চনা এবং অসহায়তার ছবি ধরা পড়েছে। সুতপা ভট্টাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট এবং উচ্চকিত তাঁর গ্রন্থনামগুলিতেই : 'মেয়েলি পাঠ' (প্রকাশকাল – ২০০০), 'মেয়েলি সংলাপ' (প্রকাশকাল – ২০০৫), 'মেয়েলি আলাপ' (প্রকাশকাল – ২০১২), মেয়েদের লেখালেখি (প্রকাশকাল – ২০০৪) ইত্যাদি।

এমনই আর এক আঙ্গিকগত অভিনবত্বে সমৃদ্ধ রচনা 'রবীন্দ্রনাথ আর ভিকতোরিয়া ওকাম্পো'। এই প্রবন্ধটি আসলে কেতকী কুশারী ডাইসনের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' গ্রন্থটির সমালোচনা। এমন অভিনব পদ্ধতিতে গ্রন্থ-সমালোচনা সহসা চোখে পড়ে না। নাটকের মতো নির্মাণ এই রচনার। দুটি চরিত্র-দ্যুতি আর দেয়া। তারা তাদের আলাপনে তুলে আনছে গ্রন্থটির সদর্থক এবং নঞর্থক দিক। বক্তব্যের কথা বাদ দিলেও রচনাশৈলীতেই এক স্বাদু গদ্যের সন্ধান পাই আমরা । কেতকী কুশারী ডাইসনের অপর একটি গ্রন্থ (In Your Blosoming Flower-Garden/ Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৮) সম্পর্কে আলোচনা আছে 'তোমাকে ভালোবাসি' শীর্ষক অধ্যায়ে। শঙ্খ ঘোষের 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে কেতকীর একরৈখিক দর্শনের কিছুটা সমালোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

প্রাবন্ধিক অনায়াসে নিজেকে 'অপন্ডিত' বলে চিহ্নিত করেন ২০০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধ সংকলনের নামকরণে।গ্রন্থটির নাম 'বিশ শতকের কথাসাহিত্যে অপন্ডিতের পাঠ'। এই গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখায় নারীভাবনার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন – "ভূমিকাপালনে গভীরভাবে আস্থা রেখেও মেয়েরা যে শক্তির পরিচয় দিতে পারে, শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা এবং ষোড়শী-র ভৈরবী চরিত্রে যার পরিচয় আছে, রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতেই চাননি। ষোড়শী সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি দিয়েছিলেন তা নিতান্তাই একপেশে। ..... পল্লীসমাজের ক্ষমতাতন্ত্র, তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ষোড়শী যে রুখে দাঁড়ায়, কোনো গ্রামীণ মেয়ের মধ্যে সেই সাহস, ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা – অলীক বা অবাস্তব বলে আমার তো কখনো মনে হয়নি। মনে হলে রক্তকরবীর ঈশানী পাড়ার নন্দিনীকেও তো অলীকই ভাবতে হতো।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মেয়েরা কেমনভাবে প্রতিভাত হয়েছে, সেকথা নিজস্ব ভাবনার আলোতে তুলে ধরেন সুতপা ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে নারী'গ্রন্থটির প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধে (প্রকাশকাল – জুলাই, ২০১১)। রবীন্দ্রনাথ এবং নারীবাদ- দুটোই দীর্ঘদিন ধরে তাঁর চর্চার বিষয়। তাই কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মেয়েদের উপস্থাপন করেছেন সেই অন্বেষণেরই ছাপ থেকে যায় এই গ্রন্থটির সর্বত্র।

'সে নহি নহি' গ্রন্থের সূচনায় সমালোচকের যে বক্তব্য ছিল - 'অর্ধেক তো নয়, সম্পূর্ণ মানবীই তো হতে চাই আমরা' সেই বোধ, সেই অনুভবই ফুটে ওঠে তাঁর প্রতিটি গ্রন্থের সহজ চলনের, সাবলীল, ঝরঝরে গদ্যের স্পন্দনে। রাবীন্দ্রিক ভাবাদর্শের বিশ্লেষণের নিজস্ব নারীবাদী বা 'মেয়েলি' দৃষ্টিকোণে সমৃদ্ধ এই প্রয়াস বাংলাসাহিত্যে, অন্ততপক্ষে বিদ্যায়তনিক চর্চায় অন্যরকম মাত্রা যোগ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১) সে নহি নহি, সুতপা ভট্টাচার্য, সুবর্ণরেখা, বৈশাখ ১৪১১ [প্রথম সংস্করণের ভূমিকা] পৃ:৮।

২) ঐ।

৩) ঐ, পৃ: ৫২।

৪) ঐ, পৃ: ৫৬।

৫) ঐ, পৃ: ১০-১১।

৬) 'যোগাযোগ- এর পরের কথা', মেয়েলি আলাপ, সুতপা ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপনি, আগস্ট,২০১২, পৃ: ১৬৭।

৭) নারীভাবনা – রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র, বিশ শতকের কথাসাহিত্য অপন্ডিতের পাঠ,সুতপা ভট্টাচার্য রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ: ২৬-২৭।